রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২০, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১৭ নভেম্বর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.৩৫১–একাদশ জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও) আসনের সংসদ-সদস্য, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর একাংশের সভাপতি, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মইনউদ্দীন খান বাদল গত ০৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

২। জনাব মইনউদ্দীন খান বাদলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৬ কার্তিক ১৪২৬/১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৬ কার্তিক ১৪২৬ / ১১ নভেম্বর ২০১৯

একাদশ জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও) আসনের সংসদ-সদস্য, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর একাংশের সভাপতি, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মইনউদ্দীন খান বাদল গত ০৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

জনাব মইনউদ্দীন খান বাদল ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর নির্মম আক্রমণের জন্য পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসা অস্ত্রবোঝাই জাহাজ সোয়াত হতে অস্ত্র খালাস প্রতিরোধে অন্যতম নেতৃত্বদানকারী ছিলেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে জনাব মইনউদ্দীন খান বাদল সমাজতান্ত্রিক দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নব্বইয়ের গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও সাংগঠনিক দক্ষতায় জনাব বাদলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রশংসনীয়। বিএনপি-জামাত জোটের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দল গঠনেও তাঁর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্ববহ।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী জনাব মইনউদ্দীন খান বাদল একাদিক্রমে তিনবার সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষ তিনি একাদশ জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী - চান্দগাঁও) সংসদীয় আসন হতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর মনোনয়নে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একাদশ জাতীয় সংসদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে পালন করেন। এ ছাড়া তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) একাংশের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সংসদ-সদস্য হিসাবে জনাব মইনউদ্দীন খান বাদল সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে অত্যন্ত বিচক্ষণতা, যৌক্তিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে সপ্রতিভ বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। জাতীয় সংসদে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য সংবলিত পুস্তক 'সত্যের স্পর্ধিত উচ্চারণ' দেশের রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ-সম্ভারে এক অনন্য সংযোজন।

ব্যক্তিজীবনে জনাব মইনউদ্দীন খান বাদল ছিলেন জনদরদী, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত এবং এলাকার উন্নয়নে সর্বদা সক্রিয় ছিলেন। এই জনপ্রতিনিধি তাঁর ঔদার্য ও পরার্থপরতার জন্য এলাকায় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এ নেতার মৃত্যুতে জাতি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান ও নির্ভীক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব মইনউদ্দীন খান বাদলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd